আরাধ্যতম

পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি

মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

জ্যেষ্ঠতাত!

শ্রীশ্রীপাদপদ্মের অনুকম্পায় আজ্ঞাধীন শৈশবকালাবধি আশানুরূপ সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে। পিতৃহীন হইয়াও শ্রীশ্রীচরণানুগ্রহে আজ্ঞাধীন পিতার অভাব হেতু কোনওরূপ অসুবিধায় পতিত হয় নাই। শ্রীশ্রীযুতের দেবোপম স্নেহের কথা মনে করিয়া আজ্ঞাধীন আনন্দে আত্মহারা হয়। এরূপ অকৃত্রিম স্নেহের বিনিময়ে আজ্ঞাধীন প্রদর্শন করিতে পারে, এমন কিছুই নাই। তথাপি অশেষ ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা শ্রীশ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া এ দাস চরিতার্থ হইল।

আগরতলা,
১৩১২ ত্রিপুরা।

সেবকাধম সেবক
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা।

আভাষ।
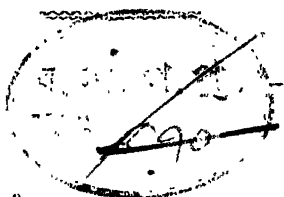
কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা প্রণীত।

(Author of the English Teacher No. I.)

———000———

আগরতলা।

স্বাধীন-ত্রিপুরা।

১৩১২ ত্রিপুরাব্দ।

COMILLA.

PRINTED BY GOPAL CHANDRA DAS AT THE

KAILAS PRESS

1902.

ভূমিকা।

বিদ্যা ও বয়সে প্রবীণ নহি। গ্রন্থ প্রণয়ন চেষ্টা আমার পক্ষে সর্ব্বথা অবৈধ ও বিদ্রূপার্হ হইবে জানিয়াও এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি; বাঙ্গালা ভাষায় অকৃত্রিম অনুরাগই ইহার একমাত্র কারণ। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই অপরিস্ফুট। সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণের সহানুভূতি উপলক্ষিত হইলে, বিষয়গুলির পরিস্ফুটনকল্পে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার অভিলাষ রহিল। এই গ্রন্থ প্রণয়ন আমার প্রথম উদ্যম। ইহা প্রমাদপূর্ণ হওয়া স্বতঃই সম্ভবপর। ভ্রমাদি উদ্ঘাটিত হইলে, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধিত হইবে। এই পুস্তক রচনাকালে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাতিশয় সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

আগরতলা।
১৩১১ ত্রিপুরা।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা।

সূচী।

আভাষ।

আত্মমর্য্যাদা।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সাধারণের সহিত সমাগম অবজ্ঞাজনক মনে করেন। ইহা মনের একটি বিকৃত ভাব। ইহার পূর্ণ বিকাশ অভিমান। সচরাচর ইহাই সমাজ মধ্যে আত্মমর্য্যাদা বলিয়া পরিগণিত হয়। এবম্বিধ প্রবৃত্তি মনের একটি ব্যাধি বিশেষ। মনের সুন্দরতা মর্য্যাদার সারাংশ। স্থূলতঃ মনুষ্য-জীবন দুই জাতীয় মনোবৃত্তির অধীন। এক জাতি ঊর্দ্ধগ, মনকে সদাই উন্নীত এবং অপর জাতি অধোগ, মনকে নিম্নে পাতিত করে। এই উভয়ের সন্ধিস্থল আত্মমর্য্যাদার আকর। আত্মমর্য্যাদা ঊর্দ্ধগ-বৃত্তির সমব্যাপক এবং অধোগ-বৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী। মানব-হৃদয় আত্ম-মর্য্যাদা পরিহার করিয়া অভিমানের অনুগামী হইবা মাত্র অন্ধের ন্যায় নিম্ন হইতে নিম্নতর ক্ষেত্রে পরিচালিত এবং স্বভাবসুলভ সুন্দরতা বর্জ্জিত হইয়া কৃত্রিম সজ্জায় সজ্জিত হয়। অধোগমন স্বতঃই সহজ। ইহাতে বাধা বিঘ্ন তেমন কিছু নাই, আত্ম-চেষ্টার প্রয়োজন হয় না এবং ইহার স্বকীয় মাধ্যাকর্ষণও বিস্তর সহায়তা করে। নদী প্রবাহের অনুকূল গমন সহজসাধ্য। ইহাই অধোগ-বৃত্তির লক্ষণ। ইহার ফল আপাতমধুর, কিন্তু পরিণাম বিষাদময়।

আভায়।

মনুষ্য নদী প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া আসে নাই। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম মধুর। বিশ্রাম লাভের আশা পরিশ্রমের কাঠিন্য কোমল করে। এই আশাই আদর্শ। আদর্শে পঁহুছিবার উপায় আত্মমর্য্যাদা। সুতরাং আত্মমর্য্যাদা ঊর্দ্ধগ। প্রকৃতিও ইহা সপ্রমাণ করে। সমুদ্রগর্ভে জলের অভাব নাই, কিন্তু তাহা পানের অনুপযুক্ত, সুস্বাদু জল নিবিড় পর্ব্বত বক্ষে। ভারত কোটি কোটি লোকের আবাস ভূমি, নরাধীপ মুষ্টিমেয়। গ্রন্থকার অগণিত, উল্লেখ যোগ্য দুই চারি জন। পৃথিবীর একমাত্র অবলম্বন সূর্য্য অতি উচ্চে। সমুদ্রগর্ভ-সম্ভূত মেঘমণ্ডল নির্ম্মল জলের উৎস। যাহা কিছু ভাল, সমস্তই ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে। মানস সরোবরের প্রসূতি সমুদ্র, কিন্তু মর্য্যাদায় মাতা অপেক্ষাও সন্তান শ্রেষ্ঠতর। মর্য্যাদা ব্যক্তিগত, পুরুষ-পরম্পরাগত নহে। মর্য্যাদার বৃক্ষ নাই। ইহা গাছের ফল নহে। মর্য্যাদা আত্মচেষ্টাজাত, আত্মানুরাগের ফল। মর্য্যাদা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, ধর্ম্মের মূলভিত্তি, ব্রহ্মাণ্ডের প্রেম-পাশ। সলিল মল মূত্রাদি আপন বক্ষে ধারণ করিয়া নির্ম্মলতম ভাগ প্রদানে পিপাসার্ত্তের পানেচ্ছা তৃপ্তি করে। আত্মমর্য্যাদায় লোক গুণের পক্ষপাতী এবং দারিদ্রতার দুরপনেয় বন্ধন তৃণবৎ ছেদন করিয়া খ্যাতি ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। এই শক্তি প্রভাবে ধর্ম্মবীর বিধর্ম্মীর তরবারি তলে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে আপন কণ্ঠ সংস্থাপিত করেন। প্রলোভন ইহার পুরোভাগে নতশির। ইহারই প্রভাবে বিজ্ঞানবিৎ পঞ্চভূতের অধিনায়ক ও মানবজাতির সুখ বর্দ্ধনে সক্ষম।

একাগ্রতা।

—*—

মন সদাই আশ্রয়ভাগী। এক অবলম্বনে দৃঢ়ভাবে লগ্ন থাকাই একাগ্রতা। ইহা শিক্ষার তারতম্যানুসারে হ্রাস ও বৃদ্ধি সমর্থ। জড় জগৎ আপন শক্তিবলে মনকে শতধা আকর্ষণ করিতেছে। মন আত্ম-ক্ষমতায় ইহাদের একটিতে আশ্রিত থাকিতে পারে। এই আত্মক্ষমতার নাম ইচ্ছা। ইচ্ছা উনশত আকর্ষণ প্রতিরোধ করিয়া মনকে কেবল মাত্র একটিতে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হয়। ইচ্ছা যে শক্তি দ্বারা অন্যান্য পদার্থের আকর্ষণ রোধ করে, তাহার নাম আত্মসংযমন। ইচ্ছার আত্ম-সংযমন প্রভাবে মনের একবস্তুভাগিতাকে একাগ্রতা কহে। এই একাগ্রতা আত্মমর্য্যাদার অন্তর্ভুক্ত। আত্মমর্য্যাদাবলে বিষয়-নির্দ্দেশ এবং একাগ্রতা সাহায্যে নিরূপিত বিষয়ে লিপ্ত থাকা।

আহার্য্য বস্তু সাহায্যে দৈহিক জঠরানল নির্ব্বাপিত হয়। মানসিক ক্ষুধা নির্ব্বাণোপায় জ্ঞান। জ্ঞানের স্পৃহা ব্যক্তিগত রুচিসাপেক্ষ। মনানুরাগ পরিচালিত আত্মমর্য্যাদা সমধিক ফলপ্রদ। আর্কিমিডিস্ অঙ্ক বিদ্যায়, ফেরেডে বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ও রাফেইল চিত্রবিদ্যায় বিশারদ্ ছিলেন। এজন্য ব্যক্তিমাত্রই এতাবৎ বিষয়ে কৃতবিদ্য হইতে পারিবে, এরূপ মনে করা অনুচিত। একই পর্ব্বতশৃঙ্গ-সমুদ্ভূত সলিল-সম্পাত শতধা বিভক্ত হইয়া আপনাপন পথে সমুদ্রাভিমুখে অভিগমন করিতেছে। অনন্তাকাশ-মণ্ডল অগণিত তারকাপূর্ণ, কিন্তু সকল তুল্যাবয়ব নহে। ভূ-পৃষ্ঠ ফল ফুল সমাচ্ছন্ন, কিন্তু সর্ব্বত্র একবিধ নহে। মনোরাজ্যেও এবম্প্রকার অসমতা বিরাজমান। করুণাময় পরমেশ্বর অপরিমেয় বিভব দৃষ্টিপথে প্রসারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষুধাতুর ধৈর্য্যাবলম্বনে খাদ্যের অন্বেষণ করিলে, কদাপি বিফল মনোরথ হয় না। অধীরতা কর্ত্তব্যজ্ঞান তিরোধান করিয়া

ক্ষুধার আতিশয্য প্রখরতর করে। যিনি অবিচলিত চিত্তে জ্ঞানরাজ্যে অভিগমন করিবেন, ধৈর্য্য তাঁহার পুরোভাগে অননুভূতপূর্ব্ব ও কল্পনাতীত গমনোপযোগী পন্থা সমুদ্ঘাটন করিবে। সহিষ্ণুতা প্রভাবে অভাবের অসহনীয় যাতনাও সহনোপযুক্ত হয়। যে লক্ষ্য বস্তুর ঈষদাভাসও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই, একাগ্রতা তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া পরি-শেষে চক্ষু সমক্ষে স্থাপন করে।

পৃথিবীর অধিকাংশই জলমগ্ন। এক মহাদেশ অপর সহ সংলগ্ন থাকিলেও স্থলপথ সুগম এবং নিরাপদ নহে। চিন্তাশীল মানব সহজ উপায় নির্দ্ধারণে রত হইয়া অদ্ভুত জলযানের সৃষ্টি করিয়াছে। হস্ত-নির্ম্মিত বস্ত্র সাহায্যে মানবজাতির অভাব দূরীভূত না হওয়াতে অপূর্ব্ব বয়ন-যন্ত্র ও সুদূর ভূখণ্ড নিকটতর করণাভিপ্রায়ে লৌহবর্ত্ম এবং তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

একদা মার্কিণ রাজ্য হইতে বর্ব্বরজাতীয় এক রাজা ইংলণ্ড প্রদেশে আনীত হইয়াছিল। রাজা সেণ্টপল গির্জ্জা দেখিয়া মনে করিয়াছিল, মনুষ্য পর্ব্বতবক্ষঃ খনন করিয়া এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে কিম্বা ইহা স্বভাবজাত। ইষ্টকোপরি ইষ্টক সংস্থাপনে এতাদৃশ বৃহৎ অট্টালিকা গঠন মনুষ্যের অসাধ্য; কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারও একাগ্রতা-বলেই সম্পন্ন হইয়াছে। পৃথিবী মধ্যে যত কিছু মনুষ্যকৃত মহদনুষ্ঠানের ফল বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই একাগ্রতা-সম্ভূত। এই শক্তি প্রভাবে মনুষ্য অবস্থার অধিনায়ক এবং তদভাবে দাস হয়। কর্ণধার বিহীন অর্ণবপোত, সূত্রপাশছিন্ন ঘুড়ী, চালক বিরহিত সৈন্যদলও সংজ্ঞাহীন মদ্য-পায়ীবৎ একাগ্রতাহীন মন বাহ্য বস্তুর শক্ত্যনুসারে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

ইচ্ছা।

—*—

কোনও বিষয়ে স্পৃহার নামই ইচ্ছা। ইহা দ্বিবিধ—স্বকীয় ও পরকীয়। দুইটি শিশু একই স্থানে ক্রীড়া করে, একই যত্নে প্রতিপালিত ও বয়ঃক্রমে সমান। একটি সারাদিন খেলার উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঘর পূর্ণ করে, এবং কাহাকেও দেখিবা মাত্র ইহা কি, উহা কি ইত্যাকার প্রশ্ন উত্থাপনে প্রবৃত্ত হয় ও দর্শককে অস্থির করিয়া উঠায়। অপরটি নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট, কেবল মাত্র ক্ষুৎপিপাসার উৎপীড়ন অসহনীয় হইলে, কখনও কখনও ক্রন্দন করে। ইহাই উভয়বিধ ইচ্ছার প্রথমাঙ্কুর। স্বকীয় ইচ্ছা প্রভাবে লোক চেষ্টাবান্ ও পরকীয় ইচ্ছাতে আমিত্ব-বিরহিত হয়। চেষ্টা দ্বিপথচারী—সাধু ও অসাধু। সাধু চেষ্টায় ইচ্ছা সুপথগামী ও জগতের মঙ্গলকর কার্য্যে রত হয় এবং অসাধু চেষ্টায় তদ্বিপরীত ফলোৎপাদন করে। আমিত্ব-বিরহিত ইচ্ছা নির্জীব ও অন্যের বশবর্ত্তী।

ইচ্ছা মনুষ্য জীবনের কেন্দ্র এবং তথা হইতে পরিধিতে গমনকালে মনুষ্য আপন পরিচয় প্রদান করে। বীজোৎপন্ন অঙ্কুর যথাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হয় ও পথশ্রান্ত পান্থকে সুশীতল ছায়া দান করে, কখনও বা বিষাক্ত বায়ু প্রসারণ করিয়া চারিদিক বাসের অনুপযুক্ত করে। জাতীয়তা সাধু ইচ্ছার বৃহত্তম আকার। সুশাসন পরিচালিত নগরে লোকের অবধি নাই। উৎপীড়নাভিভূত জনপদ অচিরে জঙ্গলাকীর্ণ হইতে থাকে। সদিচ্ছা প্রণোদিত মানব নিস্পৃহও জাতিনির্ব্বিশেষে মনুষ্যজাতির কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর। পঞ্চভূতে সর্ব্বজীবের সমানাধিকার। দস্যুও সাধুতার ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন হয়। মরুভূমিস্থ কূপ তৃণাচ্ছাদিত। সাধু ইচ্ছায় চারিদিক সুখময় হয়।

উত্তেজনাপূর্ণ মনোবৃত্তি সদাই অকল্যাণকর নহে। ইহা ইচ্ছার আতিশয্য মাত্র এবং ষ্টীম্ ইঞ্জিন-নিবদ্ধ বাষ্পবৎ দক্ষতাপূর্ণ চালনাগুণে জগতের অসাধারণ হিতসাধন করিতে সমর্থ হয়। পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিগণ মধ্যে অধিকাংশই ন্যূনাধিক এরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন। ভগবান গৌরাঙ্গদেবও বাল্যে ইহার আভাস প্রদান করিয়াছিলেন।

নিশাগমে বিশ্ব তমসাচ্ছন্ন এবং দিবালোকে অতি নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরও আলোকিত হয়। সাধু ইচ্ছা মনের অন্তস্তল উদ্ভাসিত করে। ইহাতে লজ্জার বাধা, কাপট্যের অর্গল, আশঙ্কার বিভীষিকা কিম্বা সন্দেহের অশান্তি নাই। বিশাল জলধিবক্ষঃ-প্রবহমান, নিশাকবল-লুক্কায়িত অর্ণবযানের আলোক-গৃহস্থিত দীপ সাহায্যে বিপদাকীর্ণ স্থানাতিক্রম ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে পর্য্যটকের মরুভূমি উল্লঙ্ঘনবৎ কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত মানব সদিচ্ছার আলোক প্রভায় প্রলোভন-কণ্টকিত ও ইন্দ্রিয়াগোচর শঙ্কাকুল জীবন-সরিৎ অতিক্রম করে।

সাধু ইচ্ছার জীবনীশক্তি প্রভাবে মানব-জীবন যেমনই শ্রীসম্পন্ন হয়, অসাধু ইচ্ছার জীবঘ্ন হলাহলে মানবজাতির তেমনই অবনতি সাধিত হইয়া থাকে। স্রোতস্বতী দেশের উর্ব্বরতা সাধন করে, কিন্তু প্রবাহের প্রতিরোধ ও পরিবর্ত্তনে তাহা মরুভূমিতে পরিণত হয়। সদিচ্ছার উৎসন্নতা হেতু বহুল অধ্যবসায়ার্জ্জিত জাতীয় জীবন পতনোন্মুখ ও কালক্রমে সম্যক্ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমান রোম নগরী প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রেতাত্মা মাত্র। অসদিচ্ছার অকল্যাণকর ফলে পরিবার, সমাজ, এমন কি জাতি বিশেষের চিরপতন ঘটিয়া থাকে।

নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণে উৎপীড়িত, কুঞ্জবন-সমুপবিষ্ট পথিক দেখিতে দেখিতে তন্দ্রার আয়ত্তাধীন হয়। সহকার তরুর পল্লবান্তরাল-নিঃসৃত কোকিল-কূজনে দিঙ্মণ্ডল সুধাসিক্ত। ভাব-বিধুর নবযুবকের

আভাষ।

মনোমোহন বংশীরবে বনস্থল আনন্দময়। তন্দ্রা-পরবশ পান্থ কখনও কোকিলের মধুর তানে, কখনও বা বংশীধ্বনিতে জলস্রোত পরিচালিত কাষ্ঠখণ্ডবৎ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। চেষ্টা-বিরহিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধ কিম্বা অধঃ কোন দিকেই যাইতে পারে না; একমাত্র কেন্দ্রও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থলে আবদ্ধ থাকে এবং অপরের গলগ্রহ হয়। পানাহারের ক্রমাবসান প্রযুক্ত সমাজ তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

কল্পনা।

—*—

কল্পনা মানব মস্তিষ্কের একটি অদ্ভুত শক্তি। আত্মবল সহ ইহার সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। আত্মবলের শক্ত্যনুসারে ইহা মানবজাতির মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল করিয়া থাকে। আত্মবল নানাশক্তির সমষ্টি। কল্পনা সহ এতৎসমুদয়েরই ন্যূনাধিক সংশ্রব আছে। তন্মধ্যে যাহার সহিত কল্পনার সম্পর্ক অতি নিকট, যাহার প্রতি ধমনীতে ইহার স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার নাম স্থৈর্য্য। পৃথিবীতে কারণাপেক্ষা কার্য্য স্থূলতর। শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু বীজগর্ভ কর্ষিত ভূমি তেমন নহে। কার্য্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও পরিস্ফুট কিন্তু কারণ অপরিস্ফুট ও সূক্ষ্মতর। মন কার্য্য হইতেই কারণাভিমুখে যাইতে প্রয়াস পায়। ইহাই মনের স্বাভাবিক গতি। ইহাতে মনের সঙ্কোচন শক্তি বিকাশ পায়। কল্পনা সহায়তায় মনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চালিত হয়। সংযোজনা কল্পনার কার্য্য। প্রসারণ শক্তি কল্পনার নৈসর্গিক গুণ।

স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ জলাশয়ের প্রশান্তাবস্থা তদভ্যন্তরশায়ী যাবতীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর করে, সমীরণালোড়নে কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। সুবিমল

আকাশমণ্ডল তারকারাজি পরিশোভিত, কিন্তু মেঘাবৃত হইলে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হয়। মানব মস্তিষ্কও এবম্প্রকার। প্রশান্ত অবস্থায় মনের অমূল্য বিভব নিচয় শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থির চিত্তে কল্পনা সত্যের অনুসরণ করে। প্রকৃতি সহায়তায় এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করা যাইতে পারে। এই সামান্য মূলধন সহ কল্পনা যে অনন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে কে না বিস্মিত হয়? এই কতিপয় সংখ্যা লইয়া কল্পনা সমগ্র অঙ্কশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে। কল্পনাবলেই মানব প্রকৃতি-প্রদত্ত সামান্য উপাদান অবলম্বন করিয়া মানবজাতির কল্যাণকর যাবতীয় অদ্ভুত বিষয় সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে। কল্পনাবলেই মানব জল, স্থল ও আকাশমার্গে বিচরণক্ষম হইয়াছে। দা, কাঁচি ইত্যাদি যত কিছু আমরা দেখিতে পাই, সমুদয়ই কল্পনাসম্ভূত। এই সকল অতি সামান্য বস্তু, কিন্তু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহাদের প্রথম নির্ম্মাতৃগণ কত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

স্থৈর্য্যপ্রধান মনে কল্পনা যেমনই কল্যাণকর ফল প্রদান করে, চঞ্চলতাপূর্ণ মনে ইহা তেমনই অমঙ্গলজনক। কোনও কোনও ব্যক্তিকে স্বতঃই অলীক চিন্তায় মগ্ন থাকিতে দেখা যায়। বাতাহত সমুদ্রপৃষ্ঠ ও মেঘাবৃত আকাশমণ্ডলবৎ তাহাদের মন সদাই উদ্বেলিত এবং অন্ধকারময়। আপন কর্ত্তব্য সন্দর্শনে তাহাদের চক্ষু নিমীলিত, কিন্তু আত্মনিধনোপায়ে সম্যক্ উন্মুক্ত। তাহারা উজ্জ্বল দিবালোকেও নিজের মঙ্গলকর বিষয় দেখিতে পায় না। কল্পনার আতিশয্যক্রমে তাহাদের চঞ্চলতা এতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে যে, পরিশেষে আত্মবল বিলুপ্ত হইয়া যায়। অমূলক অমঙ্গল চিন্তায় তাঁহারা সর্ব্বতঃ ম্রিয়মাণ থাকে। অশান্তির অলৌক্কিকতা সপ্রমাণিত হইলেও তাহারা স্থৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে না। অতি যৎসামান্য কারণ প্রযুক্ত তাহাদের মনে প্রচণ্ড ঝটিকার আবি-

ভাব হয়। মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে এতদপেক্ষা অনিষ্টকর মনোবৃত্তি অপর কিছুই নহে। যাহাতে মনের চঞ্চলতা সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যথাসময়ে সাবধান হইলে, ইহার সংস্কার সম্ভবপর। শিক্ষার তারতম্য হেতু একই শক্তি হিত ও অহিতকর উভয়বিধ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

শিক্ষা।

—*—

জগৎ জ্ঞানালোকে আলোকিত। শিক্ষার অভিনব চিত্রাঙ্কন সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। পুনরুক্তি সদাই অপ্রীতিকর নহে। এই সত্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের একমাত্র অবলম্বন।

সজীব জীব-দেহ সুস্থকায় ও কান্তিমান্। মৃতাবস্থা ইহার বিপরীত।

ভাষার অবস্থা।

মৃতদেহ অগণিত ক্রিমির বাসগৃহ। শবাভ্যন্তর ক্রিমির উদরসাৎ হয় এবং কঠিন অস্থি পঞ্জর অস্পৃষ্ট থাকে। স্রোতবেগ-সঞ্চালিত বালুকারাশি উর্ব্বর ভূমিখণ্ডকে বালুকাস্তরণাবৃত করে। বালুকাচ্ছাদিত ভূভাগ সলিলপ্রবাহে কর্দ্দমাপ্লুত হইতে পারে। আমরা সচরাচর জড়জগতে এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

জীবন ও মৃত্যু অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বদ্ধ। ভাষার জীবন আছে। মৃত্যু ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মৃতদেহের ন্যায় মৃতভাষাতেও সদৃশ বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত বর্ত্তমান সময়ে মৃতভাষা। মৃতদেহের যাবতীয় লক্ষণাদি ইহাতে বিদ্যমান। বিভিন্ন ভাষা-ক্রিমি ইহাতে উৎপন্ন হইয়াছে। অসারাংশ ইতিমধ্যে ভক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু কঠিনতম অস্থি পঞ্জর আজিও অবিকৃত আছে। স্রোতবেগে ইহা বালুকামগ্ন

হইয়াছিল। স্রোতবেগে বালুকারাশি পঙ্কিলাবরণযুক্ত হইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন বালুকারাশির তিরোধান সহ ইহার উর্ব্বরতা শক্তি পুনর্ব্বিকাশোন্মুখ হইয়াছে।

নবসঞ্জাত ভূভাগ শীর্ণকায় তৃণাচ্ছাদিত হইয়া লতাগুল্মের আবাসভূমি হয়। সংস্কৃত-প্রসূত ভাষা সমূহের অবস্থা সর্ব্বথা এতাদৃশ। ভাষার উত্তরাধিকারিগণ তৃণাবস্থাতিক্রমে লতাগুল্মে উন্নীত হইয়াছে কিনা, তন্নিরূপণ লক্ষ্য বিষয় নহে। নবজীবনসুলভ প্রমাদ সম্ভাবনার অপনোদন চেষ্টায় ব্যক্তিমাত্রেরই অধিকার আছে। সতেজ লতাগুল্ম আশানুরূপ ফল প্রসব করে না। তেজের খর্ব্বতা ব্যতিরেকে উৎপাদিকা শক্তি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। নবসঞ্চারিত বলপ্রভাবে বালক বালিকাগণ বিচলিত হইতে না পারে, তদভিপ্রায়েই শিক্ষার অবতারণা।

দেশের অবস্থা।

উর্ব্বর ভূমিজাত উদ্ভিজ্জ কঠিন মৃত্তিকাতে মূল প্রসারণ করে না, সুতরাং স্বল্প প্রাণ। ইহাদের ক্ষণভঙ্গুর দিব্যদর্শন কান্তি অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। কঠিন মৃত্তিকা-সঞ্জাত বৃক্ষ বৃহদাকার ও দৃঢ়কায় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। অভ্রভেদী বিটপিকুল ও পদতলস্থিত দূর্ব্বাদল—এতদুভয়ের ব্যবধান অতি বৃহৎ। অন্তঃসার-বিহীন দুরাকাঙ্ক্ষ এরণ্ড বৃক্ষ সামান্য অনিলাঘাতে ধরাশায়ী হয়। ভারত নূতন সজ্জায় সজ্জিত, নূতনত্বে পরিপূর্ণ। বসন, ভূষণ, খাদ্য, ভাষা, রুচি, চিন্তা, শাসন সমস্তই নূতন। ভারতবাসী—জীবনোদ্যানে সাময়িক পুষ্পরাজি। ঋতু সবিভব অন্তর্হিত হয়। ভারতবাসীর মূল সৃষ্টির দৃঢ় জমিতে প্রসারিত হয় না, পৃষ্ঠদেশ নিবদ্ধ, সুতরাং সহজেই নাশশীল। কদাচিৎ কেহ স্ফীতাঙ্গ হইবামাত্র এরণ্ডবৎ নীতি-ঝটিকাবেগে ভূমিসাৎ হয়।

প্রকৃতিস্রোত অনুকূলগামী করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা। অধীন ও স্বাধীনের শিক্ষা-পদ্ধতি একবিধ হইতে পারে না। স্বাধীন তমঃ-

প্রধান ও ক্ষমতালোলুপ। বিনয় অধীনের অঙ্গাভরণ। স্বাধীনের সদৃশ রুচি পরিপোষণ অধীনের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গলকর। স্বাধীনের প্রীতি চেষ্টা অধীনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সুচারু শিক্ষা ব্যতিরেকে এতৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কদাপি সম্ভবপর নহে। শিক্ষার অমূলক ও প্রমাদপূর্ণ ধারণা হেতু শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অশিক্ষার প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অধীনতা কেবল দুঃখের আকর নহে। রোরুদ্যমান শিশু মাতৃক্রোড়ে গমন করিয়া স্থিরচিত্ত হয়। রাজা সম্বন্ধে প্রজার অধীনতা কিছুমাত্র বিপজ্জনক নহে। রাজস্ব প্রাপ্তি ও নিয়মপরতা বলে রাজা পরিতৃপ্ত হন। এই সামান্য দানের বিনিময়ে অধীন নিরুপম শান্তি-সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। শিক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষার জ্ঞান জন্মে না। রাজার দৌরাত্ম্য সহন সহজ ব্যাপার; কিন্তু যে সকল রিপু দেহ মধ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম বাঁধিয়া জীবনকে অকালে কালকবলে নিপাতিত করিতেছে, তৎপ্রতি ক'জনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়?

উদ্দেশ্য।

ধাতু ছাপর সাহায্যে মনোমোহন অলঙ্কারে পরিণত হয়। শিক্ষা মনুষ্য জীবনের ছাপর। ইহাতে মুদ্গরতাড়নোদ্ঘাটিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় মানব-চরিত্রের অসার ভাগ নিষ্কাশিত হয়। সলিলাধঃস্থিত কর্দ্দমবৎ মনের মলিনতা অন্তস্তলে লুক্কায়িত হইয়া পবিত্র-তম ভাগ মানব-জীবনের শ্রীসম্পাদন করে। ইহাতে মনের কর্কশতা চলিয়া যায় এবং মন পরিমার্জ্জিত হয়। ইহাতে মেঘাবরণমুক্ত সুধাকর-বৎ মন উদ্ভাসিত হয়। হিমোৎপীড়িত ম্রিয়মাণ প্রকৃতি বসন্তাগমে যেরূপ মনোহর কান্তি ধারণ করে, শিক্ষাবলে কুসংস্কারাবরণোন্মুক্ত মনও তদ্রূপ সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। ইহাতে মন ফলভারাবনত তরু লতা সদৃশ বিনয়াবনত হয় এবং অগ্নিসংযোগে দুগ্ধের জলীয়াংশবৎ অহঙ্কারজনক ছিদ্রান্বেষণেচ্ছা বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রলোভনদ্রুত বল শিক্ষাবলে কেন্দ্রী-

ভূত হয় ও মানসিক শক্তির পূর্ণতা সাধন করে। ইহাতে জলসিঞ্চন-সেবিত বীজাঙ্কুরবৎ স্বভাবজ সাধু মনোবৃত্তি সমূহ পরিপুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত হয়। মনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ও গুণের পূর্ণ বিকাশ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

দেহ। দেহ মনের আশ্রম মণ্ডপ। অনন্ত সুবিমলাকাশবক্ষে মানবাধিকারের বহির্ভাগে তারকাশ্রেণী বিরাজমান, পাপক্লিষ্ট মর্ত্ত্যালোকে নহে। শান্তিনিকেতন নক্ষত্রালোকিত রজনী-হর্ম্ম্যে শশধর আপন রশ্মি বিস্তার করে। বিশ্বমণ্ডল একছত্র সূর্য্যদেবের ক্রীড়াভূমি। মহাসমুদ্র রত্নভাণ্ডার। পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রকৃতির লীলাস্থল। স্বপ্নরাজ্যপ্রভ রাজপ্রাসাদ মানবকুলতিলক নরাধিপগণের বিলাসভবন। পুণ্যধাম তীর্থবৃন্দ যোগিজনার আশ্রম স্থান। রত্নানুযায়ী আসন, প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং মনানুরূপ দেহ অপরিহার্য্য প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবান্ দেহ লাবণ্যময় ও প্রশান্ত মনের উপযুক্ত বাসস্থান। দেহ ও মন, সুখ ও দুঃখের সমানাংশীদার, এক বন্ধনে বদ্ধ, এক অভিপ্রায় সাধনার্থ সৃষ্ট এবং এক অপরের সহযোগী। দৈহিক শিক্ষার আবশ্যকতা ইহাতেই স্পষ্ট লক্ষিত হয়। আরোগ্য সুখের মূল। সুগঠিত তরুবরের শোভা সন্দর্শনে কে না বিমোহিত হয়? স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ জলাশয় সুবৃহৎ মৎস্যাদির রঙ্গস্থল, আবর্জ্জনা পরিবৃত পল্বলাদি অহিতকর ও কীটভূৎ। সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল দিঙ্মণ্ডল গভীর বিশালতাপূর্ণ, মেঘাচ্ছন্নাকাশ তেমন নহে। নক্ষত্রমালা পরিহিতা শর্ব্বরী ঐশ্বর্য্যবতী, জলদকুলপ্লাবিত নিবিড় তামসী নিশি দীনা ও শ্রীহীনা। লতাপল্লব-পরিধানা পুষ্পহার-পরিশোভিতা প্রকৃতি জগদানন্দদায়িনী, নিঃস্ব মরুভূমি ভয়দর্শন ও নৈরাশ্যময়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর শস্যভাণ্ডার, জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ও বিপদের ক্রীড়াক্ষেত্র। সুদৃঢ় বিটপিকুল প্রচণ্ড প্রভঞ্জন পরাক্রমে অচল ও অটল, মৃদু সমীরণে তৃণাদি উৎপাটিত হয়। প্রস্তরময় পর্ব্বতবক্ষঃ

প্রবল প্রবাহবেগ-পীড়নে অক্ষুণ্ণ ও অভগ্ন, হীনবল স্রোতস্বতীর মৃদু তরঙ্গাঘাতে ভঙ্গপ্রবণ সমতল প্রদেশ নিষ্পেষিত হয়। এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য শারীরিক শক্তির উৎকর্ষতা সম্পাদন করে। শারীরিক বলবর্দ্ধন যেমনই আবশ্যকীয় ও কল্যাণকর, তেমনই প্রমাদপূর্ণ, বিশেষতঃ দুরপনেয় অধীনতা-শৃঙ্খলবদ্ধ ব্যক্তিগণ পক্ষে। গৃহিণীর কর্ম্মকুশলতার তারতম্য হেতু গৃহ অধিকতর শ্রীসম্পন্ন বা শ্রীহীন হইয়া থাকে। শারীরিক শক্তি সম্বন্ধেও ঈদৃশ ব্যবস্থা। সুগঠিত দুর্গস্থিত সেনাগণ প্রশান্তচিত্তে আত্মরক্ষায় সমর্থ কিন্তু যোদ্ধৃগণের নিপুণতাভাবে অজেয় সৈনিকাশ্রমও শত্রুহস্তে নিপতিত হয়। দৈহিকবল আত্মার পরমোপযোগী, আত্মবলানটনে জীবনকে বিপদাকীর্ণ করে। আত্মসংযমনবিরহিত দৈহিকবল মানবজাতির বৃহত্তম শত্রু এবং তৎসমন্বিতবল মহত্তম মিত্র। দৈহিকবল-সঞ্চার-চেষ্টা আত্মাবস্থা সাপেক্ষ কিন্তু মৃদু সমীরণ সেবন ও শতপদ ভ্রমণ সকলেরই শক্তিসাধ্য।

নিজস্ব। যত সামান্য হউক, নিজস্ব রক্ষণীয় কিনা? ইংলণ্ড শত শত বর্ষ অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। রাস্তা, ঘাট, গ্রাম, নগর প্রভৃতি বিদেশীয় নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষা বিদেশীয় উপাদানে পুষ্টতর হইয়াছে। তথাপি ইংরাজ নিজস্ব পরিহার করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা সেক্সন্ ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এই নিজস্ব রক্ষার দৃঢ়সঙ্কল্প হইতেই তাঁহারা আজ মানবজাতি মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন। যিনি আপনার একটি বস্তু রক্ষা করিতে পারগ হন, অন্যান্য বস্তুতে তাঁহার অনুরাগ স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। ইংরাজ রোমানদিগের সাধুবৃত্তি নিচয় অনুকরণ করিয়াছিলেন। এই অনুকরণবলে তাঁহাদের নিজস্ব পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভুবনব্যাপী হইয়াছে। বাঙ্গালীর অনুকরণ পটুতা সমধিক কিন্তু এই অনুকরণেচ্ছা প্রাকৃতিক নিয়মানুগত নহে।

সংস্কৃত বাঙ্গালীর নিজস্ব। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত সম্ভূত। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় যতই সংস্কৃতের ছায়া প্রতিফলিত হইবে, ততই নিজস্ব পরিবর্দ্ধিত হইবে। বস্তুতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে বিপরীত দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা এত প্রচণ্ড বেগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ইহা মাতৃক্রোড় হইতে অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। ভাষা জাতীয় জীবনের প্রাণ। পরিবর্দ্ধিত না হইয়া ভাষা পরিবর্ত্তিত হইলে, জাতীয় জীবনও তৎসহ হীনবল হয়। বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন বিসর্গহীন হইতেছে। এক্ষণে বিসর্গ একটি অনাবশ্যকীয় আবর্জ্জনা মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু ইহা সংস্কৃতের পরাক্রমশালী শক্তি। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার হীনবীর্য্যতা প্রতিপন্ন হয়। ভাষার ওজস্বিতা জাতীয় জীবনের সজীবতা সপ্রমাণ করে। রাগান্ধ বাঙ্গালী কর্ত্তৃক হিন্দুস্থানী কিম্বা ইংরাজী ভাষার প্রয়োগ বিরল ব্যাপার নহে। ইংরাজ সেক্সন্ ভাষা লাটিন বিবর্জ্জিত করিতেছেন; বাঙ্গালীও বাঙ্গালা ভাষা হইতে সংস্কৃত নির্ব্বাসনে যত্নবান্। অনুকরণের এতদপেক্ষা প্রমাদপূর্ণ দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয় না।

অভাব কেন?

পরম কারুণিক পরমেশ্বর হস্ত পদাদি যাবতীয় আবশ্যকীয় উপাদান সহ মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এ জগতে কোনও বস্তুর অভাব নাই। ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য আহার্য্য বস্তু ও পানীয়, দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থতা জন্য সুখদর্শন বস্তুজাত, রোগের শান্তি জন্য ঔষধাদি সৃষ্ট হইয়াছে। তথাপি মানবজাতির অভাব দূর না হইবার কারণ কি?

পৃথিবী মধ্যে মানবজাতিই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। যদিও সকলেই এক সৃজন কর্ত্তা পরমেশ্বরের সন্তান, তথাপি দেশ, আব্‌হাওয়া প্রভৃতি অবস্থার পার্থক্য হেতু মানবজাতি মধ্যে অশেষবিধ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। স্বাভাবিক বৈসাদৃশ্য ব্যতিরেকে কৃত্রিম স্বতন্ত্রতারও অভাব

নাই। মানবাত্মা অনন্ত শক্তির অংশভূত বলিয়া তদ্‌গুণ বিশিষ্ট। বিশাল প্রান্তরের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অস্তাচলগামী অলক্তরাগ সূর্য্যদেবের শোভাসন্দর্শনে কাহার মন বিমোহিত না হয়! সমুজ্জ্বল রবিকিরণ দেখিয়াই মন বিরত হয় না, পরন্তু কল্পনার পক্ষারোহণে সূর্য্যদেবের অনুসরণ করে এবং সূর্য্যালোকের পর এক গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে পর্য্যটন করিয়া অনন্ত রাজ্যে উপনীত হয়। ইহা হইতেই অনন্ততারূপ মনের একটি শক্তি সপ্রমাণিত হয়। মানবজাতি মধ্যে কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে গুহ্য রহস্য এই শক্তির উপর নির্ভর করে। মানব মস্তিষ্কে কল্পনা শক্তি প্রধানতঃ দুই স্রোতে প্রবাহিত হয়—একদিকে পার্থিব সুখে ঔদাস্য ও আত্মার চরমোন্নতি, অপরদিকে ঐহিক সুখ সম্ভোগ—একদিকে সৃষ্টির অনন্তরাজ্যে জীবন পান্থনিবাস প্রায় ক্ষণভঙ্গুর, কর্ম্মফল প্রতীক্ষা পারত্রিকে, অপরদিকে বর্ত্তমান জীবন সম্পূর্ণ, ফলাফল ভোগ এখানে। এই মতদ্বৈধতা নিবন্ধন মানব জীবনে এত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। পরকালে যাহাদের আস্থা আছে, তাহারা স্বতঃই ভীরু এবং হঠাৎ কোনও কাজ করিতে পারে না। যাহাদের মনে পরকাল স্থান পায় না, তাহারা নির্ভীক এবং সর্ব্বদা উপস্থিত কার্য্য সাধনে প্রস্তুত। দুর্ব্বলতা ভীরুতামূলক। দুর্ব্বল আত্মরক্ষায় অপারগ, সুতরাং সাহায্যাকাঙ্ক্ষী। দুর্ব্বলতার অঙ্কুর কালক্রমে বিশাল বৃক্ষে পরিবর্দ্ধিত হয়। শূন্য কলসী, বৃহস্পতির শেষ, শনির শেষ, হাঁচি, টিক্‌টিকীর শব্দ, পেঁচকের শব্দ প্রভৃতি হিন্দুপ্রাণ সন্ত্রাসিত করে। কোনও অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে এরূপ ঘটনা ঘটিলে, হিন্দু সর্ব্বতোভাবে বলহারা হইয়া অনুষ্ঠেয় বিষয়ে নিষ্ফল হয়। এইরূপে আত্মবল হ্রাস হইয়া যায়। দৈববল ও আত্মবল পরস্পর বিসম্বাদী। যে ব্যক্তি দৈববলে যত নির্ভর করে, তাহার আত্মবল তত হ্রাস হয়। আত্মবল সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যাহার আত্মবল অধিক, সে দৈববল সম্বন্ধে

উদাসীন। এরূপ স্বতন্ত্র মনোবৃত্তিতে পরিচালিত হইলে, মানবজাতি মধ্যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দুর্ব্বলতা হইতে সাহসহীনতা, সাহসহীনতা হইতে অনিচ্ছা জন্মিয়া থাকে। অনিচ্ছার পূর্ণবিকাশ অলসতা। অলসতা সমস্ত অভাবের জননী।

সুযোগলাভ ভগবৎপ্রসাদাৎ। সুযোগের সদ্ব্যবহার আপন কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের দ্বার হইলেও ব্যবহারাভাবে রুদ্ধ হইয়া যায়। মানবাত্মা প্রধানতঃ দুইটি গুণ বিশিষ্ট, বিবেক ও পাপাশয়তা। প্রলোভন মনের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, এই দুইটি শক্তি জাগরিত হয় এবং বলবত্তর মনের আধিপত্য লাভ করে। বিবেক পরিচালিত ব্যক্তি আত্মবলে বলীয়ান্, কিন্তু বিবেকহীন সেরূপ নহে। বিবেক ও পাপাশয়তা উভয়ই মনের গুণ হইলেও, বিবেকের সহিত মনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। বিবেক মনকে বাহ্য বস্তু হইতে অন্তর্মধ্যে আনয়ন করে, পাপাশয়তা প্রভাবে মন বাহ্য বস্তুতে নীত হয়। পার্থিব বস্তু সকল স্থূল এবং সহজেই ইন্দ্রিয়গোচর হয়। অন্তর্জগৎ বহির্জগতের মানসিক ধারণা সমষ্টি, সুতরাং সূক্ষ্মতর। বহির্জগতে মন বাহ্য বস্তুর শক্ত্যনুযায়ী আকৃষ্ট হয়, কিন্তু অন্তর্জগতে আপন মানসিক শক্তির অনুগত। পদার্থ হইতে পদার্থের ধারণা সূক্ষ্মতর হওয়ায় পদার্থাপেক্ষা মানসিক শক্তির অধীন হওয়া কঠিনতর ব্যাপার। সুতরাং বিবেকের অনুগত হইতে মনের আত্মবল আবশ্যকীয়। যাহার আত্মবল নাই, সে স্বতঃই বাহ্য বস্তুর বশবর্ত্তী হয়। বাহ্য বস্তু কর্ত্তৃক চালিত হইলে, সুযোগের সদ্ব্যবহার অসম্ভব। সুযোগের অসদ্ব্যবহার করুণাময় পরমেশ্বরের অপ্রীতিকর, যেহেতু তাহা হইতে নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ইহাতেই আত্মবলের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন হয়।

যাহারা এ জীবন সম্পূর্ণ মনে করে, তাহাদের আত্মবল অতি প্রখর। তাহারা কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে বিবেকানুসারেই কাজ করিয়া থাকে;

কিন্তু প্রভেদ এই যে, তাহারা পরমেশ্বর অপেক্ষা আত্মক্ষমতার উপর অধিকতর নির্ভর করে। পারত্রিক সুখ কল্পনা তাহাদের মনে স্থান পায় না। অধিকাংশ লোকের অধিকতম ঐহিক সুখ সংযোজনা তাহাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। অমঙ্গলসূচক চিহ্নাদি কুসংস্কার প্রভাবে তাহাদের মন দুর্ব্বল হয় না। ইহাদের অনুষ্ঠান পরলোকবাদিগণের হইতে ভিন্নতর। বর্ত্তমান বিজ্ঞানাদি তাহার প্রমাণ। পার্থিব সুখে তাহাদের স্পৃহা, কিন্তু দৈববলাপ্রেক্ষীদিগের নিকট এবম্বিধ সুখ হেয় এবং মোক্ষলাভের কণ্টক স্বরূপ। পার্থিব সুখাভিলাষী আত্মবল প্রভাবে ভূমণ্ডলে অধিকতর সুখী ও প্রতিভা সম্পন্ন। অলসভাবে ভগবানে নির্ভর, অভাব অপনোদন করিবে না।

স্বাধীনতা কোথায়?

কোনরূপ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার নাম স্বাধীনতা। মানবজাতি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জল, বায়ু, আলো প্রভৃতি ব্যতিরেকে মানব প্রাণধারণ করিতে পারে না। দুগ্ধপোষ্য শিশু জন্মাবধি শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ু, ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদির আবশ্যকতা বোধ করে। এই সকলের অভাব হইলে, শিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না। বয়োবৃদ্ধি সহ তাহার আত্ম পর জ্ঞান হইতে থাকে। এই আত্ম পর জ্ঞান সামাজিক অবস্থার অধীন। যে সমাজ উন্নত, যে সমাজে উদারতার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তথায় সুকুমারমতি শিশুগণ অধিকতর উদার প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়। যে গৃহস্বামী নিত্য অতিথি সৎকার, দীন ব্যক্তিকে দান না করিয়া ভোজন করে না, তাহার সন্তান সন্ততি বাল্যকাল হইতেই পরোপকারিতার পরিচয় দিয়া থাকে। যে গৃহস্বামী আপন আত্মাকেও সুখ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়,তাহার পরিজনবর্গ ব্যয়কুণ্ঠ হইতে দেখা যায়। পরদুঃখে ম্রিয়-মাণ হৃদয়,দুঃখ দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা পায়,স্বার্থপর হৃদয় তেমন নহে।

ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ করিবার জন্য সমাজ-গঠন হইয়াছে। সমাজ কতকগুলি সাধারণ নিয়মের অধীন। এই সকল নিয়ম আত্মকৃত। নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, উল্লঙ্ঘনকারী সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়।

কাম ক্রোধাদি রিপু মনুষ্য শরীরে সর্ব্বদা বিদ্যমান্। একটি সুন্দর গোলাপ বাগান উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিবামাত্র দর্শক আনন্দিত হয় এবং পাইবার অভিলাষ করে। ঈপ্সিত বস্তু লাভ না হইলে, মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। মন এবম্বিধ রিপুপরবশ। রিপু দমন জন্য মন বিবেকের অধীন।

কি নিজ দেহে, কি সমাজে, কি প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে মনুষ্য কেবলই অধীন। এত অধীনতা সত্বেও মানব কিরূপে স্বাধীন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। নিজের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ও শত্রু দমন জন্য মানব অহোরাত্র ভয়াবহ অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। জন্মাবধি মানবজাতি অগণিত শত্রু-পরিবেষ্টিত, জীবন সর্ব্বদা বিপদাকীর্ণ। দেহ মধ্যে কত ব্যাধি লুক্কায়িত রহিয়াছে স্থির করা মানবের অসাধ্য। সুস্থ হইবামাত্র কিরূপে পুনঃ অসুস্থ হইবে, সেই চিন্তায় মনুষ্য সর্ব্বদা আকুল। আপন উদর পূর্ণ করিবার জন্য কিরূপে একে অন্যের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই ভাবনায় মানবজাতি অবিরাম তৎপর। মানবজাতির স্বাধীনতা থাকিলে, তন্মধ্যে এই সকল বিকৃত ভাব কখনই দেখা যাইত না।

পৃথিবী আপন কক্ষে ভৃত্যবৎ সূর্য্যমণ্ডলের চারিদিকে অবিশ্রান্তগতি পরিভ্রমণ করিতেছে। দিবসের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবস, একবার আসিতেছে ও যাইতেছে। ঋতু সকল বর্ষচক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে। যে দিকে চাহিয়া দেখা যায়, সেই দিকেই অধীনতা। কি সজীব, কি নির্জীব সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। অধীনতার শৃঙ্খল হইতে

মুক্তি লাভ করিলে স্বাধীন হওয়া সম্ভবপর। সৃষ্ট পদার্থ কি উপায়ে অধীনতা ছেদন করিতে পারে, তাহা মানব মস্তিষ্কের অগোচর। অধীনতা সৃষ্ট পদার্থের অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং অধীনের স্বাধীনতা লাভ লালসা অস্বাভাবিক। মানবজাতি সৃষ্টির শীর্ষস্থানারূঢ় হইয়াও আপন অবস্থা ভুলিয়া যায়। এক জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে বাসনা করে। পূরাকালে আর্য্যগণ আপন অবস্থার প্রতি জাগরূক ছিলেন। এই জন্যই মানবজীবন নশ্বর ও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, ইহা তাঁহারা মুহূর্ত্ত জন্যেও ভুলিতেন না। এজন্যই তাঁহারা যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মঙ্গলকর কার্য্যে বদ্ধপরিকর ছিলেন। জল, বায়ু, অগ্নি, ভূমি প্রভৃতি হইতে যে উপকার পাইতেন, তাঁহারা তাহা কখনও ভুলেন নাই। তাঁহারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই সকল পার্থিব পদার্থকে দেবতারূপে অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই উপায়েই হিন্দুজগতে অগণিত দেবতার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা বুঝিতেন, জীবন রক্ষার জন্য তাঁহারা সমস্ত সৃষ্ট বস্তু সমীপে ঋণী। সমস্ত অনর্থের আকর রিপু সকলের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ নিমিত্ত, তাঁহারা আহাদির এত কঠিন বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ বস্তু ভক্ষণে মনের সাত্ত্বিকতা পরিবর্দ্ধিত হয় ও মনুষ্য দেহ নিরাময় হইয়া, রিপু এবং অসংখ্য রোগাদির অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, তাঁহারা তাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রকৃত বন্ধু ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা মনুষ্য নিধনোপায়ের কৌশল বাহির করিয়া যান নাই। যাঁহাদের মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতা অধুনা মানবজাতি বুঝিতে অক্ষম, যাঁহাদের রচিত অক্ষয়কীর্ত্তি গ্রন্থসমূহ আজিও সমগ্র পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিরোহণ করিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজীবন বিনাশোপায় বাহির করিতে অক্ষম ছিলেন, একথা বলা কেবল মাত্র বাতুলের কার্য্য।

তাঁহারা জানিতেন, এ জগতে সৃষ্ট পদার্থের স্বাধীনতা নাই, সমস্তই বিশ্বরচয়িতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মাধীন। এই হেতু তাঁহারা দুঃখপূর্ণ ধরিত্রীর দুঃখ-বৃদ্ধি চিন্তা কল্পনাতেও স্থান দেন নাই। হিন্দুগণ এই আর্য্যদিগেরই সন্তান। সর্ব্বদা পরাধীন, ইহাতেই হিন্দুগণ সুখী। ভারত এক সময়ে কেবলমাত্র হিন্দুর আবাস ভূমি ছিল। তখনও হিন্দুগণ আপনাদিগকে জগদীশ্বরের অলঙ্ঘনীয় নিয়মাধীন জানিয়া নির্ব্বিকার ছিল। কালস্রোতে হিন্দুস্থান ভারত নানা জাতীয় লোকের আশ্রয় স্থান হইয়াছে। এখনও হিন্দুগণ প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় আপনাদিগকে পরাধীন বলিয়া জানে। হিন্দুগণের স্বভাবসিদ্ধ পরাধীনতা মনুষ্যকৃত পরাধীনতা সহ মিশ্রণে দ্বিগুণিত হইয়াছে, তথাপি হিন্দুসন্তান সুখী।

গোপনীয়তা।

প্রচারের অপকারিতা হইতে গোপনীয়তার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রচারে নৈতিক ঔৎকর্ষ আছে কিনা, প্রথমতঃ তাহাই অবধারণ করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ ও অঙ্গাভরণ সাধারণের হইতে ভিন্নতর। জগতের হিতকামনা সন্ন্যাসিজীবনের ব্রত। তাঁহার চেষ্টা ও ব্যবহার সাধু এবং সঙ্গলাভ নিরাপদ। এই সকল ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে সন্ন্যাসি-পরিচ্ছদপ্রচ্ছন্ন অসাধু ব্যক্তিও প্রকাশ্যভাবে অসদাচরণ করিতে সাহসী হয় না। সাধুতাসূচক বাহ্যিক বেশ রচনা একটি শাসনরূপে পরিগণিত হইতে পারে। ভাবী অনুষ্ঠানের ঘোষণা তৎসম্পাদন-সঙ্কল্পের প্রতিজ্ঞাপত্র। সুগঠিত মনে প্রচার মঙ্গলকর ফল প্রসব করে; কিন্তু মনুষ্যসমাজে ইহার অপলাপই অধিক। প্রতিজ্ঞা পালনাপেক্ষা তল্লঙ্ঘনে আমাদের দক্ষতা সমধিক। সমীরণস্ফীত পালিপরিশোভিত তীব্রবেগবান্ অর্ণবপোত সোল্লাসে সমুদ্র পৃষ্ঠে ধাবিত হয়; ভগ্নমাস্তুল ছিন্ন-পাল যান স্রোতবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত এবং পরিশেষে জলমগ্ন হইয়া যায়।

প্রতিজ্ঞাপরায়ণ মানব সুদৃঢ় পদসঞ্চারে লক্ষিত স্থলে অভিগমন করে, এবং চঞ্চল প্রকৃতি কাপুরুষ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হয় না এবং অবশেষে রন্ধনশালাপ্রবেশতৎপর সারমেয় হইতেও নির্ল্লজ্জ এবং ঘৃণিত হইয়া থাকে। খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, বিপন্নের উদ্ধার ভাবনা, দীনের সহায়তাস্পৃহা, উপকারের প্রতিদান, দানের সুখ কল্পনাদি মোহিনীশক্তিসম্পন্ন এবং দুর্ব্বল ও সবল উভয়ের উপরে আধিপত্য বিস্তার করে। সবল কর্ত্তব্য সাধনে কৃতকার্য্য এবং দুর্ব্বলের কর্ত্তব্যানুসরণ লালসা কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠে ও আশ্বস্তের মনস্তাপে পর্য্যবসিত হয়। মানবজাতি মধ্যে দুর্ব্বলের সংখ্যা অত্যধিক। তাহারাই প্রচারের বিষময় বীজ বপনকর্ত্তা এবং গোপনীয়তার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করে।

অপ্রশস্ততা।

শিক্ষিত সমাজও অপ্রশস্ততার স্পর্শদোষবিরহিত নহে। কর্ক্কশপেশী নিরক্ষর কৃষক ক্ষেত্রের প্রথমজাত ফল ভূস্বামীকে প্রদান করে। ভূস্বামী অসার বাক্য দ্বারাও তাহাকে চরিতার্থ করিতে অনেক সময় কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। পল্লীবাহী পরিচ্ছন্ন সমীরণসেবাভিভূত ভূম্যধিকারিগণ ব্যয়সঙ্কুল উৎসবাদি আপন ভবন পরিহার করিয়া নগরে সম্পাদন করিয়া থাকেন। যাহাদের স্বেদক্ষরণার্জ্জিত ধনে তাঁহারা বন্ধু বান্ধব পরিবৃত হইয়া লোকসমাকীর্ণ ধূলিধূসরিত নগরীতে মহোল্লাসে আমোদাহ্লাদ করেন, তাহারা প্রভুর সৌজন্যে অংশ প্রাপ্ত হয় না।

একটি চিত্রপট দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র কোথায় কি কলঙ্ক আছে, তন্নিরূপণে মন ধাবিত হয়। মনোহারিণী রূপচ্ছটা উপেক্ষিতা হইয়া থাকে। সঙ্গীতলহরী শ্রবণপথে প্রবেশ করিবামাত্র কোথায় কোন্ মাত্রায় অভাব আছে, তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সুললিত কণ্ঠরাগ

হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে না। কাহারও প্রশংসাবাদ শুনিবামাত্র তাহার সেই দুষ্কর্মটি, এই দুষ্কর্ম্মটি প্রশংসাকারীর শ্রুতিগোচর করিতে আমরা পরাঙ্মুখ হই না। তর্ক বাঁধাইবামাত্র যে কোনরূপে আপন পক্ষ সমর্থনে আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া থাকি। শিল্পকার অশেষ-যত্ন-সমুৎপন্ন আপন কারুকার্য্য প্রদর্শন করিবামাত্র দর্শক নিঃসঙ্কুচিতভাবে ইহাপেক্ষাও অনুপস্থিত বস্তু অধিকতর প্রশংসার্হ ও কৌতুকাবহ বলিয়া প্রদর্শন-কারীকে ভগ্নহৃদয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাভব-মানসে মৃতশত্রুর যশোগানেচ্ছা আমাদের অন্তর্মধ্যে জাগরিত হইয়া থাকে। প্রতিবাসীর খ্যাতিলাভ আমাদের হৃদয়ে দুর্দ্দম্য ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করে। চীন-রাজকুমারীর পঙ্গুতা হইতে সম্ভ্রান্ত চীনললনা-কুলের কৃত্রিম পঙ্গুতা সৃষ্ট হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অলৌকিক অধি-কার নিবন্ধন খনার রসনা কর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গের অধিকারাবরোধমানসে নীচাশয় পারিষদগণ প্রভুকে পক্ষাবরণাবৃত করিয়া রাখে। কলাবিদ্যাবিৎ শিষ্যসকাশে ও গুহ্য তত্ত্ব কদাপি প্রকাশ করে না। এতৎসমুদয়ই মানসিক অপ্রশস্ততাসম্ভূত। ব্যাধিগ্রস্ত মানব প্রতিদিন কুঞ্চিত হইতে থাকে এবং পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কীটাভ্যন্তর নারিকেল বৃক্ষ গৃহস্থের নবসঞ্জাত আশালতা ছিন্ন করিয়া অচিরে শুষ্ক হইয়া যায়। অপ্রশস্ততার ফল এতদপেক্ষাও বিষময়। অপ্রশস্ততামূলে মানবজাতি মধ্যে সংগ্রামানল চির বিরাজমান! এতৎ-সহ তুলনায় আগ্নেয়াস্ত্রের বিভীষিকা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। জগতের ইতিবৃত্ত পাঠে শতবর্ষাপেক্ষা দীর্ঘতরকালব্যাপী শোণিতস্রাবী সমরের কথা অবগত হওয়া যায় না।

অনেক শিশু আলিঙ্গনলোলুপ ব্যক্তিমাত্রকেই আলিঙ্গন সুখ দানে পরাঙ্মুখ হয় না। বয়োবৃদ্ধি সহ তাহারা সামাজিক অবস্থানানুরূপ আত্ম-

ের জ্ঞান লাভ করিতে থাকে এবং সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে উপনীত হয়। শিক্ষা এবম্বিধ রুচির পোষকতা সাধন করে। সর্ব্বভূত-প্রেমবাদ-নীতিকথা একমাত্র গ্রন্থাদিতেই সন্নিবদ্ধ থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের আভাস মাত্রও নয়নগোচর হয় না। যিনি কূটনীতি রচনায় কুশল, মনোভাব সঙ্গোপনে দক্ষ, কপট হাসিতে সরল মনের অকপট কথা সমুদ্ঘাটনে সক্ষম; দুর্গন্ধদুষ্টস্বার্থলাভ-প্রলোভন হেতু দ্বিজিহ্বতা ব্যাপারে সুপটু, তিনিই জনসমাজে রাজনীতিবিৎরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। যাঁহার চাতুর্য্যে ঈর্ষা-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিশালদেহে পরিবর্দ্ধিত এবং শান্তি-নিকেতন দুর্নিবার বৈরনির্যাতন স্পৃহায় আলোড়িত হয়, তিনিই কৃতবিদ্য পথপ্রদর্শকরূপে অতুল বিভবের অধীশ্বর হইয়া থাকেন। অপ্রশস্ততার ফল কীদৃশ ভঁয়াবহ, ইহাতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

অপ্রশস্ততা প্রভাবে মানব প্রশংসার স্বর্গীয় সুখসম্ভোগে বঞ্চিত। প্রশংসাসমুৎপন্ন সুখ দ্বিপ্রণালীতে প্রবাহিত হয়। প্রশংসিতের গুণাবলী সন্দর্শনে প্রশংসাকারী প্রীত এবং প্রশংসা শুনিয়া সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ উল্ল-সিত হন। সুপ্রসিদ্ধ পারাঞ্জপের কৃতকার্য্যতায় পরীক্ষকগণ প্রীত এবং তৎশ্রবণে ধর্ম্মপ্রাণ লর্ড বিশপ ও মহামতি লর্ড কুর্জ্জন বাহাদুর উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং উল্লাসের নিদর্শনস্বরূপ প্রশংসিতের শিক্ষাগুরু সমীপে আনন্দসূচক সমাচার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাই প্রশংসার প্রাকৃতিক শক্তি। পক্ষান্তরে "একটি সোওয়ান্ পাখীর আবির্ভাবে গ্রীষ্মকাল উদিত হয় না।" ইহাও অনেক মহাত্মা কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রশংসায় যে মধুরতা নিহিত আছে, অধিকাংশ মানবই তাহা বিশুদ্ধভাবে উপভোগ করিতে অক্ষম। রাগ বড় সুবোধ, এ কথা মনে প্রাণে প্রকাশ করা অতিশয় সাহসিকতার কাজ। শিক্ষা প্রভাবে প্রশংসা অসীম সাহ-সিক কর্ম্ম হইয়াছে এবং শিক্ষা প্রভাবেই স্বল্পায়াসসাধ্যও হইতে পারে।

সামাজিক সোপানে যিনি যেস্থলে অবস্থিত, সেখানেই তাঁহার অবস্থানুরূপ মর্য্যাদা আছে। সামাজিক অবস্থা দ্বিবিধ—জন্মজ ও কর্ম্মজ। রাজকুমার, জমিদার তনয়, মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ইত্যাদি সকলেই জন্ম হইতে এক এক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলে তাহা রূপান্তরিত হইয়া থাকে। জন্মলব্ধ অবস্থা রক্ষা করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কর্ত্তব্য সম্পাদন প্রশংসাভূৎ নহে, তদুপেক্ষা অতীব নিন্দনীয়। ইহা নীতির সুস্থাবস্থা। এক্ষণে সমাজ এতই বিকৃত হইয়াছে যে, কর্ত্তব্য সম্পাদনেও প্রশংসালাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি বর্দ্ধিত না করিয়া কেবল মাত্র রক্ষা করিতে পারগ হয়, তাহারও খ্যাতির অবধি থাকে না। ইহাতেই আধুনিক নৈতিক জগতের প্রকৃতাবস্থা অনুমিত হয়। এরূপ বিপ্লবের কারণ নিরূপণ দুষ্কর কার্য্য নহে। অধুনা আমরা লক্ষ্যহীন। উপায় লক্ষ্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য বস্তু নহে। লক্ষ্য বস্তু লাভের উপায় ঐশ্বর্য্য। জীবন ধারণের জন্য ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন। ঐশ্বর্য্যের জন্য জীবন ধারণ নহে। এ কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা জীবন ধারণের জন্য জীবন ধারণ করি না, ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য জীবন ধারণ করি। পূর্ব্ববর্ত্তিগণ ঐশ্বর্য্যকে লক্ষ্য বস্তু লাভের উপায় মনে করিতেন, সুতরাং প্রকৃত গৌরব লাভে কৃতকার্য্য হইতেন। ধনস্পৃহা তাঁহাদের নিকট উপেক্ষিত হইত। সম্মান-লালসা তাঁহাদের মূলমন্ত্র ছিল। আমরা তাঁহাদের অর্জ্জিত মর্য্যাদা সামান্য অর্থের বিনিময়ে পরিহার করিতে কুণ্ঠিত হই না। এবম্প্রকারে আমাদের জন্মলব্ধ পদমর্য্যাদা অবনত হইয়া যায়। এই হেতু কর্ত্তব্য সম্পাদনেও অধুনা প্রশংসা লাভ হইতে পারে।

পদমর্য্যাদা।

কর্ম্ম দ্বারা জন্মজাবস্থার হতশ্রীতা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কর্ম্ম দ্বারাই ইহা উজ্জ্বলতরও হইতে পারে প্রমাণ করা হইতেছে। প্রত্যেক

ব্যক্তি কোন না কোন কাজ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কার্য্যের উৎকর্ষতা মর্য্যাদার মানদণ্ড। মানসিক শক্তির প্রয়োগানুযায়ী কার্য্যের উৎকর্ষাপকর্ষতা ঘটিয়া থাকে। দীনদশাগ্রস্ত ব্যক্তিও মানসিক ক্ষমতা বলে অতিশয় গৌরবান্বিত হইতে পারে।

প্রাণীজগতে কেবল মাত্র মনুষ্যেরই বাক্‌শক্তি আছে। এই শক্তি ভাষার পূর্ণতানুসারে মানবজাতির প্রয়োজন সাধন করে। পৃথিবীর সমস্ত ভাষা সমান উন্নত নহে। পূর্ণভাষা জগতে নাই; কারণ মনের সমস্ত ভাব প্রকাশক্ষম নহে। যে জাতির মানসিক শক্তি যত প্রখর, তাহার ভাষাও তত ব্যাপক। অধুনা নানা-জাতির একত্র সংমিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অভাব অনেকাংশে তিরোহিত হইয়াছে। জ্ঞানের বিকাশ সহ ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই।

বাক্‌শক্তি।

বাক্‌শক্তির উৎকর্ষতাপকর্ষতা ব্যক্তিগত অবস্থার উপর সবিশেষ নির্ভর করে। কৃষক কৃষিবিষয়ক স্থূল স্থূল ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেই, আপন কার্য্য চালাইতে পারে। ব্যবহারজীবীর পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা নহে। যিনি যত সুযুক্তিপূর্ণ বাদ প্রতিবাদে সমর্থ, তিনি তত খ্যাতিলাভ করিতে পারগ হন। সুতরাং লোকের সামাজিক অবস্থানুসারেও বাক্‌-শক্তির উৎকর্ষতা সাধন প্রয়োজনীয় মনে হয়। বস্তুতঃ কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই সুবক্তা হইতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

শূন্যপথে হাজার হাজার পাখী উড়িয়া বেড়ায়, কে একবার চোখ তুলিয়া দেখে? পাপিয়ার সুধামাখা সঙ্গীত-লহরী কর্ণপথে প্রবেশ করিবা-মাত্র শ্রোতা ঊর্দ্ধমুখ হয়। বাঁশগাছ অরণ্য মধ্যে জন্মিয়া থাকে। ইহার গভীর নবঘনশ্যামল রূপরাজি সন্দর্শনে কবি বিনা কে মোহিত হয়? বংশখণ্ড যন্ত্র সাহায্যে বংশীরূপ ধারণ করিয়া যে মনোমোহন মধুর রব গগনমার্গে বিস্তার করে, তৎশ্রবণে সকলেই আনন্দিত হয়। নিশীথ সমক্ষ

পেঁচকের শব্দে মনুষ্য বিঘ্নবিনাশন মধুসূদনের নাম করে, কিন্তু "বৌ-কথা-কও" পাখীর সুললিত রাগিনী শ্রবণে সুপ্তোত্থিত করতলন্যস্ত বঙ্কিমগ্রীব ব্যক্তি সঙ্গীত প্রবাহ সহ তারকারাজিখচিত নভস্থল অতিক্রম করিয়া বৈজয়ন্তধামে চলিয়া যায়, এবং মুহূর্ত্ত জন্য রোগশোকাশেষদোষদুষ্ট মর্ত্ত্য-জগৎ বিস্মৃত হয়। পাপিয়া, বংশখণ্ড ও বৌ-কথা-কও পাখী অতি যৎ-সামান্য পদার্থ; কিন্তু তাহাদের শ্রুতিমধুর স্বর কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীর গুরুভার লঘু ও মানব-হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসের সঞ্চার করে।

মনুষ্যমাত্রই স্থূলভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সক্ষম। যেরূপ তন্তুবায়ের নৈপুণ্যবলে পরিচ্ছদের ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভাষার উৎকর্ষতাপকর্ষতাও বক্তার দক্ষতা সাপেক্ষ। পর্য্যালোচনার তারতম্যানুসারে বাক্‌শক্তি পরিবর্ত্তনশীল। লজ্জার বশীভূত ব্যক্তি কোন বিষয় ভাবিয়াও প্রকাশ করে না, এমন কি, লজ্জাশীলতার বৃদ্ধি সহ কোন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও বিরত হয়। আবার যিনি লজ্জার শতবাধা পদদলিত করিয়া বীরের সাহসিকতায় হৃদয় সুদৃঢ় করিয়াছেন, তিনি অবলীলাক্রমে সুধীগণ পরিবেষ্টিত সভামণ্ডপে বক্তব্য বিষয় বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হন না। একমাত্র সুশিক্ষাবলেই মানব এই অমূল্য নিধির অধিকারী হইতে পারে।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন। যাহাতে এই অমূল্য ধনের উৎকর্ষতা লাভ করিয়া মানবজাতির মঙ্গল বর্দ্ধন করিতে পারা যায়, সেই চেষ্টায় মনোনিবেশ করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

গ্রন্থ ও প্রকৃতি।

সুকর্ষিত ভূমিখণ্ডে বীজ বপন করা হয়। প্রাকৃতিক শক্তিতে বীজ অঙ্কুরিত ও মনুষ্যকৃত চেষ্টাবলে প্রতিকূল তৃণাদি তিরোহিত হয় এবং প্রকৃতি সহায়তায় অঙ্কুররাজি পরিবর্দ্ধিত হইয়া শস্যোৎপাদন করে। মনুষ্যজীবনও এই নিয়মের অনুগত। সুস্থকায় পিতা মাতার সন্তান সুস্থ, শিক্ষাবলে পরিমার্জ্জিত এবং প্রকৃতি সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে। প্রকৃতির আধিপত্য জীবনব্যাপী, গ্রন্থ সীমাবদ্ধ কালের জন্য জীবনে প্রবেশ লাভ করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ইন্দ্রিয়গণ আপন কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হয়। নানাবিধ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্কে চিহ্নপাত করে। এই সকল চিহ্ন স্ব স্ব জাতীয় চিহ্ন সহ ক্রমশঃ সংযোগবলে পুষ্টতর হয় এবং মনোমধ্যে বিভিন্ন স্বরের ধারণা সঞ্চার করে। শিশু প্রথমতঃ সকল বস্তুই এক আগ্রহ সহকারে মুখমধ্যে প্রদান করে এবং কালাতিপাত সহ তাহাদের বিভিন্নতা বুঝিতে পারে। নানাজাতীয় দ্রব্য শিশুর দৃষ্টিপথে পতিত হয় ও সময়ক্রমে তাহাদের পার্থক্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই প্রকারে সকল জাতীয় জ্ঞান-বীজ শিশুর মনোমধ্যে প্রকৃতি সাহায্যে অঙ্কুরিত হয়। গ্রন্থ সহায়তায় এতৎসমুদয় সুগঠিত হইতে পারে। প্রকৃতিতেই জ্ঞানের আরম্ভ ও চরমবিকাশ। গ্রন্থের আবশ্যকতা কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের সহায়তা সাধনে। গ্রন্থ জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইবার পন্থা এবং প্রকৃতি জ্ঞানের আধার।

অপরিবর্ত্তনীয়তা জ্ঞানের বিশেষ চিহ্ন। মনুষ্য অনুক্ষণ বিপন্ন হইয়া অপ্রত্যক্ষ ঊর্দ্ধতন শক্তির আশ্রয় গ্রহণে লোলুপ হয়। কেহ বৃক্ষের, কেহ দেবদেবীর, কেহবা একমাত্র পরমেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। আরম্ভের স্থল সকলেরই এক। চিন্তাশীলতা বিভিন্নাবস্থার কারণ। একেশ্বরবাদিগণও বৃক্ষের অর্চ্চনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল। বৃক্ষার্চ্চনা

প্রচলনকালে এরূপ উপাসনা অভ্রান্তরূপে পরিগণিত হইত। সময়ক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অদ্বৈতবাদে উন্নীত হইয়াছে। জ্ঞানের অভাব পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ। গ্রন্থনিবদ্ধ জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল। প্রকৃতি-সমুদ্ভূত জ্ঞান তেমন নহে।

অশিক্ষিত লোক প্রকৃতিলব্ধ জ্ঞান দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ। শিক্ষিত লোক গ্রন্থ-চর্চ্চাবলে অগাধ বিদ্যার অধিকারী হইয়াও অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া থাকে এবং প্রকৃতির অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করে। প্রকৃতি সাকার জ্ঞানের উৎস। গ্রন্থ নিরাকার ধারণা-সমষ্টি। প্রকৃতি ব্যতিরেকে গ্রন্থ সর্ব্বথা অব্যবহার্য্য। পুরাণোল্লিখিত অনেকানেক বিষয় প্রকৃতিতে অস্তিত্বহীন হওয়ায় দিন দিন স্মৃতির বাহির হইতেছে। যষ্টি হস্তহীন ব্যক্তির কোনও প্রয়োজনে আসে না। গ্রন্থলিখিত সুরম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য অন্ধের অনাদৃত। মধুর সঙ্গীত ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষী প্রবন্ধ পাঠ বধিরের চিত্তাকর্ষণে অক্ষম। ভ্রমণ-সুখ বিকলাঙ্গের অনাস্বাদিত।

আদৃত জিনিষ আড়ম্বরহীন, কৌশলপ্রভাবে উজ্জ্বলতর হইয়া থাকে। স্বভাবজ জ্ঞান প্রতিভাবিরহিত, গ্রন্থসাহায্যে উদ্ভাসিত হইতে পারে। দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলেই দার্শনিক হওয়া যায় না। চিন্তাশীল লোক দর্শনশাস্ত্র সহায়তায় দার্শনিক হইয়া থাকেন। যাহার চিন্তাশীলতা নাই, দর্শন তাহার কোনও প্রয়োজন সাধন করে না। জ্ঞানের স্পৃহা হৃদয় মধ্যে জাগরিত হইলে, গ্রন্থের উপকারিতা অনুভব সম্ভবপর। জলস্রোত ইষ্টানিষ্ট উভয়ই করিতে সক্ষম। কৌশলক্রমে প্রবাহ পরিবর্ত্তন দ্বারা অনুর্ব্বর ভূখণ্ড শস্যময় হইতে পারে। শস্যপরিবৃত শ্যামল প্রান্তর স্রোতবেগে উৎসন্ন হইয়া যায়। মনের উদ্যম গ্রন্থ সাহায্যে সুফল প্রসব করে। আদিম গ্রন্থকারগণ বিদ্যালয়ের সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। প্রকৃতি তাঁহাদের বিদ্যালয়, গ্রন্থ এবং শিক্ষক ছিল।

প্রকৃতি পর্য্যালোচনাভাবে মন ঘোর তমসাচ্ছন্ন থাকে। মাতার অঞ্চল হইতে ছিন্ন হইবামাত্র, জীবন নিরাশ ও দুঃখময়, আশ্রয়দাতার স্বর্গারোহণে হস্ত পদ অবসন্ন, এবং আত্মীয় কুটুম্বের ঔদাস্যে শরীর অসার ও বোঝার ন্যায় বোধ হয়। বাহ্যিক চাক্‌চকা, অনৈসর্গিক আড়ম্বর, শিল্পজাত মৃদম্রে প্রকৃতিভূত সুরসাল আম্রফলের সুখদর্শনভ্রান্তি, কৃত্রিম বরফখণ্ডে নীহারবারি উপভোগসুখ, কাপট্যে সরলতাভ্রম ইত্যাদি বিপূর্ণ জনপদ হইতে নিভৃত শৈলপদে অবস্থিত হইয়া নাগরিক যূথভ্রষ্ট মৃগশিশুর ন্যায় উদ্বেলিত হয়। চক্ষুষ্মান্ হইয়াও না দেখাই এবম্বিধ অবসাদনের প্রকৃত কারণ। এখানে প্রকৃতি স্থিরা ও ধীরা। অভ্রভেদী বিরাটবপু বিটপিরাজি এক বর্ণনাতীত গভীর ভাব প্রচার করিতেছে। বৃক্ষতলে আসন পরিগ্রহণ করিলে, বিশ্বস্রষ্টার ছায়া হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। কোথাও ফুল্লহরিৎকুসুমদামসুশোভিত শৈলতরু সুবর্ণস্তম্ভ সন্নিভ, কোথাও সান্ধ্যারুণসমুজ্জ্বল অলক্তরাগরঞ্জিত পুষ্পাবৃত পাদপনিচয় লোহিত প্রস্তর-খচিত কীর্ত্তিশিলাবৎ দেদীপ্যমান। নিবিড় নবদূর্ব্বাদলসমাচ্ছন্নপাদ, রজতধারাস্রাবিনির্ঝরপরিশোভিত, বেতসগুচ্ছপিনদ্ধকটি, আশিরোভাগ দীর্ঘাৎদীর্ঘতর তরুরাজিসন্নিবদ্ধ, দিব্যলোকস্পর্শী গিরিশিখর দিঙ্মণ্ডল চন্দ্রাতপের অবস্থানস্তম্ভবৎ অনুমিত হয়। অদ্রিকণ্ঠলগ্ন ধাবমান্ মেঘমালা দেবগণ-প্রেরিত বার্ত্তাবহের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। কোথাও ফলফুলভারাবনত তরুলতাসমাকীর্ণ বহুযোজনব্যাপী পর্ব্বতশ্রেণী মনোলোভা শোভা ধারণ করিয়াছে। মানবদৃষ্টিবিধুরা প্রকৃতি বিজন-পর্ব্বতবক্ষে আত্মবিভব অকুণ্ঠিতভাবে প্রসারণ করিয়া রাখিয়াছে। বাতাহত দোদুল্যমান ফুল্লগুল্মতরু যে অলৌকিক কান্তি ধারণ করে, ভাষা তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। উপত্যকাভাগ স্নিগ্ধতৃণসমাচ্ছন্ন, দেখিলেই চক্ষু পবিত্রীকৃত ও মনে বিমল শান্তির উদ্রেক হয়। কি

উপত্যকা, কি শৈলমালা, কি গিরিশৃঙ্গ যেস্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেখানেই বিশ্বরচয়িতার অঙ্গুলিচিহ্ন প্রতিভাত হয়। তৃণগুচ্ছ, নবপল্লব, অর্দ্ধবিকশিত পুষ্পমুকুল, কিম্বা সুরসাল ফল, চক্ষুগোচর হইবামাত্র মনোমধ্যে বহুবিধ ভাবের সঞ্চার করে।

ঘনপত্রসন্নিবদ্ধ সহস্রশাখ তরুরাজ সন্দর্শনজাত ভীতিভক্তিবিমিশ্র মনোভাব মানবকৌশলের বহির্ভূত। নাসাতর্পণকুসুমালয় পটসন্নিভ পর্ব্বতমালা ও বিমানচার্য্যাশ্রয় নীলহরিৎশ্যামলজলদকুলচুম্বিত শৈলশৃঙ্গে সৌন্দর্য্য ও মধুরতার দৈহিক অবতারণা দৃষ্ট হয়। এতৎসমুদয়ই জগৎপিতা পরমেশ্বরের সজীব কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং মানবাত্মার চিন্তনীয়।

বিচিত্র নীলাম্বরপরিহিত, তরঙ্গায়িত শৈলমালা অনন্ত জলধিবক্ষঃবৎ নীলাকাশ সহ দিগন্তে মিলিত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জ একই মহাশক্তির সাকার আবির্ভাব প্রতিপাদন করিতেছে। এখানে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি বিকার নাই ; সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজমান। বসন্তাগম পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে এবং কলকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মনোলোভা মধুরতানে, মলয়ানিল ভৃত্যবৎ সুখসেব্য বাষ্পস্নিগ্ধ মৃদুহিল্লোলে ও শরৎ জ্যোতির্ম্ময় সুরভিঘ্রাণাপ্লুত পুষ্পহারে বনস্থল স্বর্গীয় শোভায় শোভিত করে।

গ্রন্থ, রচয়িতার মনোবৃত্তি সম্ভূত বলিয়া প্রায়ই প্রমাদপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃতি তেমন নহে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ইহার স্রষ্টা, সুতরাং পদার্থ মাত্রেই পূর্ণতার চরমবিকাশ দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্রতম পরমাণু সৃজন বিশ্বশিল্পীর হস্ত ব্যতিরেকে কাহার শক্তিসাধ্য? জড়জগৎ পরমাণু সমষ্টি, অনন্ত শক্তির দুর্ব্বোধ কৌশলে পরস্পর সমাকৃষ্ট। বৃহত্তম জলবুদ্‌বুদ্ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্রতরের আকর্ষণ, বক্ষঃবিদারণে বিশাল দেহ তরুবরের তন্বীলতাগুচ্ছকে আশ্রয় প্রদান, ভূখণ্ড সহ ভূখণ্ডের, মহাসমুদ্র সহ মহাসমুদ্রের মিলন এবং অব্যবধান আকাশমণ্ডল কর্ত্তৃক সমগ্র ধরিত্রীর আবরণ এক অলৌকিক

সখ্যতা বিকাশ করিতেছে। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে বিধাতার এবম্বিধ বিধানের ব্যতিক্রম নয়নগোচর হয়। সর্ব্বত্র সখ্যতা এবং প্রেম দেখিয়াও মানব স্বরূপজ্ঞানে নিশ্চেষ্ট এবং সর্ব্বভূতপরিব্যাপ্ত যোগাকর্ষণ পদদলিত করিয়া বিরুদ্ধভাবের অর্চ্চনা করে। প্রকৃতি পর্য্যালোচনা ব্যতিরেকে মানব হৃদয় প্রসারিত হওয়া সম্ভবপর নহে। বৃক্ষ, পল্লব, ফল, পুষ্প, জলস্রোত, ক্রীড়াকুশল মৃগশিশু প্রভৃতি প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ নির্ব্বাক্ হইলেও শতজিহ্বাবলে বিশ্বপতির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নিভৃত স্থল সজন করে।

চরিত্র।

চরিত্রের বহির্ব্বিকাশ আচরণ। আচরণ চরিত্রের মানদণ্ড। প্রতি-কার্য্যে মনুষ্যের আচরণ প্রকটিত হয়। এই আচরণানুসারে চরিত্রের বিচার হইয়া থাকে। চরিত্র ব্যক্তিগত ও সাধারণ। রজ্জুবদ্ধ গাভী রজ্জুর সীমানা মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে। মনুষ্যের স্বাধীনতা এবম্প্রকার। আপন কুঠরীতে মনুষ্য যদিচ্ছা আচরণ করিতে সমর্থ। তথা হইতে বাহির হইবামাত্র মনুষ্যের স্বাধীনতা চলিয়া যায়। মনুষ্যের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ মানব স্বাধীন নহে, বলিলেও ভুল হয় না। এই সত্য মনুষ্যকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আবরণ করিয়া রহিয়াছে এবং ইহা চরিত্রের মূলভিত্তি। অনেক শিশু অতিশয় কলহপ্রিয়। আপন গৃহে তাহাদের গতি অপ্রতিহত। বাহিরে যাইবামাত্র তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরূপ প্রতিরোধ তাহাদের কলহপ্রিয়তার কারণ। স্বাধীনও অধীনের প্রতি অত্যাচার করিয়া হেতুবাদ ব্যতিরেকে পরিত্রাণ পায় না।

স্বাধীনতার প্রকৃত ও বিকৃত ধারণা ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে সাতিশয় সহায়তা সাধন করে। যুবক সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা লাভ

করে। কেহ আপন মতের বিরুদ্ধ উক্তিতে কুপিত, কেহ বা তাহাতে প্রীত হইয়া থাকে। কেহ আপনাকে একমাত্র গুণবান্, কেহ বা আপনাকে অতি সাধারণ বলিয়া মনে করে। দুর্ভাগ্যক্রমে যে সকল যুবক শৈশব হইতে অব্যাহতভাবে আপন মত পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহারা প্রতিরোধের আভাসে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। আপনার পোষিত মতের অযৌক্তিকতা দেখিয়া তাহারা মর্ম্মাহত এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর শত্রুতা-সাধনে যত্নবান্ হয়। সৌভাগ্যহেতু যাহারা বাল্যকাল হইতেই ন্যায়ানুরোধে আপন মত পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারা প্রতিবাদকারীকে পরমবন্ধুরূপে হৃদয়ে স্থান দেয়। স্বাধীনতার বিকৃত ধারণানিবন্ধন একজন সত্যের পন্থা হইতে বিতাড়িত হয়। স্বাধীনতার প্রকৃত জ্ঞানালোকে অপর ব্যক্তি সত্যরাজ্যের অন্তস্তলে প্রবেশ লাভ করে। বিকৃতস্বাধীনতাবিহ্বল ব্যক্তি রিপুর ক্রীড়নক। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপগ্রাহী আত্মরক্ষায় পারগ।

নবীন বিনীত, গুরুজনকে সম্মান করিতে জানে। তাহার মধুর ব্যবহারে পরিজনবর্গ ও প্রতিবাসী সকলেই মুগ্ধ। যোগেন্ অপরের বস্তু দেখিবামাত্র গৃহ মধ্যে লইয়া যায় এবং কাহাকেও গালি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহার আচরণ দেখিয়া জনক জননী ব্যথিত এবং সমাজ অপ্রীত। ইহাই নবীন ও যোগেনের সাধারণ চরিত্র।

চরিত্র গঠনের আবশ্যকতা উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। চরিত্র মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান ভূষণ। চরিত্রসহ তুলনায় স্বাস্থ্য, ধন, বিদ্যা প্রভৃতি অতিশয় সামান্য। চরিত্রবান্ লোক সকলের আদৃত ও বিশ্বাসের পাত্র। হিংস্রজন্তুও চরিত্রহীন মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আত্মসংযমবিরহিত স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি জগতের অশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ধন অসাধুর মঙ্গল করিতে পারে না। চরিত্রহীন বিদ্বান্ লোক সমাজের

কণ্টকস্বরূপ। অভ্যন্তরস্থিত কীটদংশনে গোলাপ অন্তঃসারহীন হইয়া কেবলমাত্র বাহ্যিক শোভায় শোভিত হয়। চরিত্রহীন বিদ্বান্ লোক একপ বহিরাড়ম্বরে ভূষিত। নীতিহীন মানসিক প্রতিভা—অসদনুষ্ঠানের পরমোপযোগী। মনুষ্য জন্মাবধি হিংসাদি রিপুপরবশ। রিপুর অধিনায়ক হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। রিপু-সংযমনবলে চরিত্র গঠন হইয়া থাকে। আমরা পুস্তক পাঠে অশেষবিধ নীতিকথা অবগত হই এবং নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদানে পঞ্চমুখ। নীতির অনুসরণ করা কঠিনতম কার্য্য। বিদ্বান্ লোকও কথা কহিবার সময় আপন অবস্থা ভুলিয়া যায়। আত্মবিস্মৃতিবিহীন ব্যক্তিই চরিত্রবান্ বলিয়া পরিগণিত হয়। চরিত্রবান্ ব্যক্তি স্থিরলক্ষ্য। নীতির মনোমোহন শক্তিপ্রভাবে ব্যক্তিমাত্রই ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থের প্রতিরোধ ঘটিলে লোকের চরিত্র বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত নৈতিকবল ক'জনার আছে? যাহাদের আছে, তাহারাও সংসারের গুরুভার প্রভাবে তাহা বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। অধীনের নৈতিকবল মস্তিষ্কের বিকৃতাবস্থারূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। স্বাধীন ইহা লাভ করিবার জন্য উৎসুক নহে। চরিত্রবান্ হইতে প্রভূত ত্যাগস্বীকার অপরিহার্য্য। স্বাধীন এজন্যই এই পন্থাবলম্বনে বীতস্পৃহ।

দৈহিক শক্তি-সাহায্যে সমগ্র রাজ্য শাসনাধীন হইতে পারে। একটি রিপু দমন দুষ্কর ব্যাপার। শারীরিক শক্তিসাধ্য সমরাপেক্ষা নৈতিকসমর প্রবলতর। শত্রুসংহার সহজ বিষয়, ক্ষমা তেমন নহে। ক্রোধের বিনিময়ে ক্রোধ উভয় পক্ষের অকল্যাণকর। ক্রোধের প্রতিদান মধুর হাসিতে উত্তেজক লজ্জিত হয় এবং বৈরিতা পরিহার করে। সমাজ কলুষিত হওয়ায় সততার লাঞ্ছনা সমধিক। কি রাজসভায়, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সাধুতার পরিণাম ফল অতি রমণীয়। পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র।

কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মের হস্ত হইতে ফল গ্রহণ না করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া ভূপতিরও অসাধ্য। অসাধু ব্যক্তি প্রতিভাশালী হইলেও পরোক্ষে তিরস্কৃত হইয়া থাকে। অপরিহার্য্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহই তাহার সঙ্গলাভে লোলুপ হয় না।

অমার্জ্জিত সমাজ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দয়ার চক্ষুতে অবলোকিত হইয়া থাকে। তাহাদের কর্কশ পেশী, অমাংসল দেহ ও নিরাময়তা প্রভৃতি শিক্ষিত সমাজের করুণা সঞ্চার করে। অশিক্ষিত মানবমণ্ডলী দয়ার্হ হইতে পারে, কিন্তু হেয় নহে। আমাদের অনেক আছে, যাহা তাহাদের নাই। আমরা তাহাদের নিকট কিছুই পাইতে পারি না, এ কথা সত্য নহে। ক্রোধ হইবামাত্র শিক্ষিত লোক শত্রু নিধন করে না, কিন্তু কৌশলক্রমে অতি গোপনে তাহার বিনাশ সাধনে রত হয় এবং সময়াতিপাত সহ শত্রু আশঙ্কাহীন হইলে তাহাকে হনন করিয়া থাকে। অশিক্ষিত লোক ক্রোধের সঞ্চার হইবামাত্র যষ্টিহস্তে শত্রুকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবলে শত্রু আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে। শিক্ষিত লোক অভাবানলে বিদগ্ধ হইলেও আত্মগোপন চেষ্টায় অভাব বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অশিক্ষিত ব্যক্তির অবস্থানুরূপ ব্যবহার নিন্দাজনক নহে। উপেক্ষিত অমার্জ্জিত সমাজ হইতে চরিত্র গঠনকল্পে উপাদান সংগ্রহ সম্ভবপর।

প্রাকৃতিক শক্তিবলে দেহ মধ্যে লুক্কায়িত বিকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি দেহকে স্বাস্থ্যবান্ রাখিতে চেষ্টা পায়। সুতরাং বিকৃত পদার্থ দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। সমাজ বহুসংখ্যক মনুষ্যগঠিত। সামাজিক দেহও এই নিয়মানুসারেই রক্ষিত হয়। বিকৃতভাবাপন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইবামাত্র সমাজ তাহার সংস্কারে সচেষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনানুসারে তাহাকে গাত্র হইতে

তিরোহিত করে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতপূর্ণ। রোগের প্রখরতামূলে রুগ্নব্যক্তি জীবন হারাইতে পারে। সমাজের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সমাজের সমস্ত কলেবর বিকৃত হইয়া লয়প্রাপ্ত হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। নীতির উপেক্ষা এবম্বিধ বিকারের কারণ। হিন্দুসমাজ ক্ষতপূর্ণ এবং অচিরে ক্ষত সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হইয়া প্রতি-কা[illegible] বহির্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। চরিত্রের অবনতিমূলে সমাজের উৎসন্নতা ধ্রুব।

স্বেচ্ছাক্রমে কিম্বা অতর্কিতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকে। আদর্শের তারতম্যানুযায়ী চরিত্রের উৎকর্ষতাপকর্ষতা। যাহার দৃষ্টি বৃক্ষতলে আবদ্ধ, সে কদাপি বৃক্ষের অগ্রভাগ দেখিতে পায় না। জোনাকী পোকা সন্দর্শনে যাহার পরিতৃপ্তি, সে কখনও নভোমণ্ডলস্থ তারকারাজির ধারণা করিতে পারে না। অনুচ্চ আদর্শ সহজেই অনুকরণক্ষম। ইহাতে মানসিক শক্তিপ্রয়োগের আবশ্যকতা নাই এবং ইহা নৈতিক ঔৎকর্ষবিরহিত। মধ্যাহ্ন সূর্য্যবৎ আদর্শ উচ্চতম চূড়াসীন হওয়া কর্ত্তব্য। বুদ্ধচরিত্র হিন্দুর মহত্তম আদর্শ। গগনমার্গে সঞ্চরণেপ্সু আত্মা ভূপৃষ্ঠে নিবদ্ধ থাকে না। সুরুচি মনোনীত আদর্শ চরিত্র গঠনের পরমৌপযোগী।